(২০)

যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL 28 2006

পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ

ভিসি ৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ ও লাঞ্ছিত

১৫টি বাসভবনে ভাংচুর

শিক্ষার্থীদের হাতে লাঞ্ছনার শিকার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এমএম ফারুক —যাযাদি

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের প্রতিবাদ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিতে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার কার্যালয় অবরোধ করেছে এবং ব্যাপক ভাংচুর চালিয়েছে। এক পর্যায়ে ভিসি ও শিক্ষকদের লাঞ্ছিতও করা হয়েছে।

জানা গেছে, তাজুল ইসলাম চৌধুরী তুহিন (ফার্স্ট ক্লাস ১৫) ও সিরাজুল ইসলাম (ফার্স্ট ক্লাস দ্বিতীয়)-কে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের জন্য কৃষি রসায়ন বিভাগের প্রধান ড. নুরজাহান

পৃ ১৫ ক ৭

ভিসি ৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ ও লাঞ্ছিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বেগম গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশপত্র পাঠান। ওই বিভাগে ছাত্রদল নেত্রী নীহারিকা বেগম জিমিকে নিয়োগ দেয়ার দাবি জানাচ্ছে ছাত্রদল। তাদের প্রার্থীকে নিয়োগ না দেয়ায় ছাত্রদল ওই রাতেই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা তাদের গালিগালাজ করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা রাত সাড়ে ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অন্তত ১৫টি আবাসিক ভবনে ভাংচুর চালায়। তারা উপাচার্যের বাসভবনে ইটপাটকেল ছোড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা আবার উপাচার্য কার্যালয় অবরোধ করে। এ সময় সাধারণ শিক্ষার্থীরাও কর্মসূচিতে অংশ নেয়। পরে সবাই মিলে উপাচার্য কার্যালয়, রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সকাল সাড়ে ১১টায় উপাচার্য ড. এএম ফারুক এসে শিক্ষার্থীদের অবরোধ তুলে নেয়ার আহ্বান জানান। এ সময় ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশক অধ্যাপক আজিজুর রহমান মজুমদারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য ড. এএম ফারুকসহ অন্য শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে। উপাচার্য দৌড়ে নিজ কক্ষে আশ্রয় নেন। বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সম্মিলিত ছাত্রঐক্যের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু আকবর মিয়া, উপ-রেজিস্ট্রার খন্দকার সেলিম রেজা, উপাচার্যের ব্যক্তিগত সহকারী জাহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে উৎকোচ নেয়ার অভিযোগ এনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের অপসারণের দাবি জানানো হয়। এছাড়া ভর্তি ফি সাত হাজার থেকে কমিয়ে এক হাজার টাকায় করা, হল চার্জ হ্রাস, জিপিএ পদ্ধতির সংস্করণ, প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা, হলগুলোতে আবাসন সমস্যাসহ বিভিন্ন দাবি তোলা হয়। সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি আবু সায়েম তৌহিদুল ইসলাম, সহসভাপতি আশরাফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইউনুস আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। দুপুর ১টায় ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে উপাচার্যের ৩ ঘণ্টা বৈঠক হয়। এতে কোনো সমঝোতা না হওয়ায় ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ দাবি করে।

ভিসির বক্তব্য : কর্মকর্তাদের অপসারণের ব্যাপারে ভিসি বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়। উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি জানান, শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটি আপাতত বন্ধ রাখা হবে।

সচেতন শিক্ষক সমাজের প্রতিবাদ : শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগপন্থী সচেতন শিক্ষক সমাজের সভাপতি প্রফেসর ড. নূরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে আইন বহির্ভূতভাবে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে গতকাল। তবে তারা শিক্ষকদের বাসায় হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এর থেকে বিরত থাকার জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ : গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ছিল।